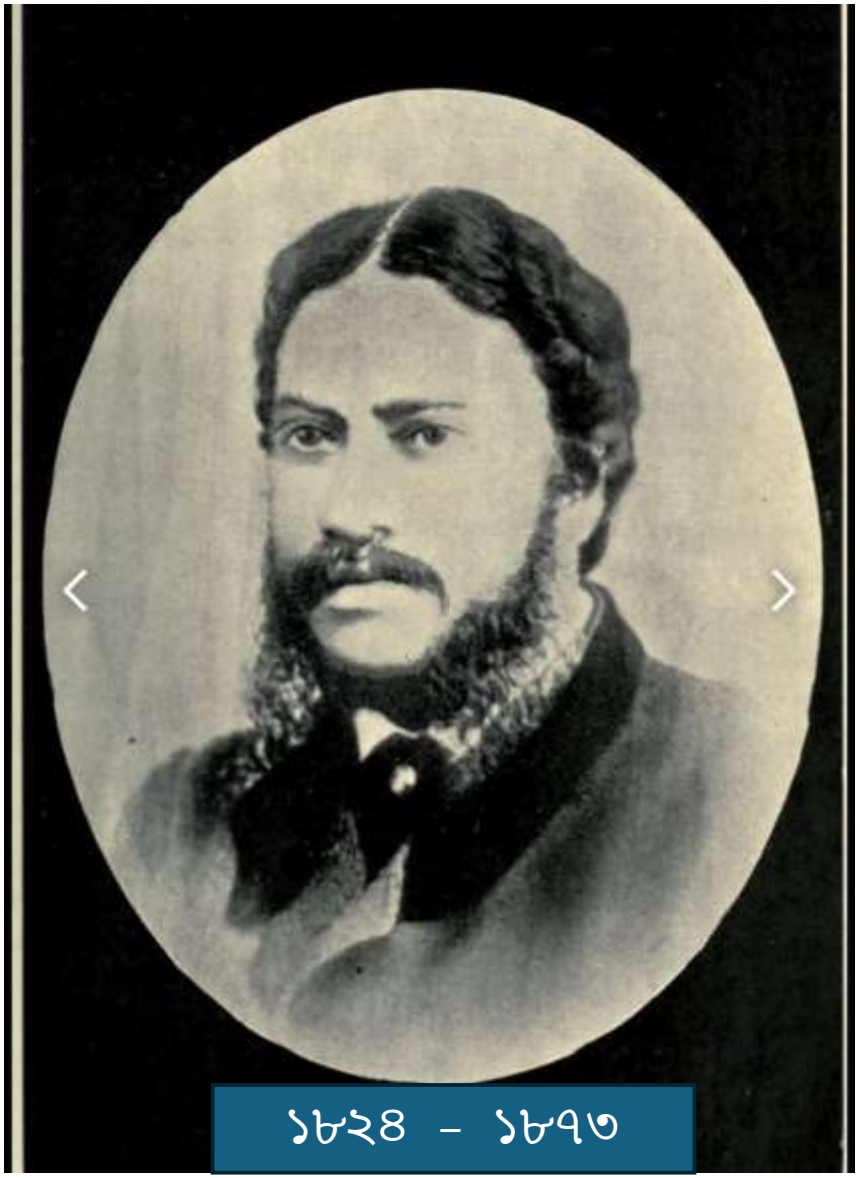

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ও নাট্যচর্চা

ROLL NO.-11, FIP-16
HRDC, NBU
ড. আব্দুল খায়ের সেখ
বাংলা বিভাগ
নকশালবাড়ি কলেজ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪ – ১৮৭৩)

- ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।
- ডেভিড লেস্টার রিচারডসন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজী কবিতা লেখা শুরু। **Bengal Spectator, Calcutta Library Gezette, Literary Blossom** প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ ।
- তীব্র মনোবাসনা জন্মায় - বিলেত গিয়ে সাহেব হওয়া ও ইংরেজী কবিদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া।
- খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ (১৮৪৩) এবং বিশপ কলেজে ভর্তি (১৮৪৪-১৮৪৭) গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা চর্চার সুযোগ
- ১৮৪৮ খ্রি. মাদ্রাজে গমণ। সেখানে থাকাকালীন তিনি ইংরেজীতে **Captive Ladie (1848), Visions of the Past (1849)** প্রশংসিত হলেও তা আশানুরূপ হল না।
- বিবাহ - রেবেকা ম্যাকটিভিস, বিবাহ বিচ্ছেদের পর হেনরিয়োটা সোফিয়া

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও বাংলা সাহিত্য চর্চা

- ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে কলকাতায় প্রত্যাগমণ
- রামনারায়ণ তরকরত্নের রত্নাবলী নাটকের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ
- ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রত্নাবলী নাটক দেখার আমন্ত্রণ (পাইক পাড়ার জমিদার সিংহ ভ্রাতৃদ্বয় – ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ ও প্রতাপ চন্দ্র সিংহ)
- নাটক দেখতে দেখতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তর্ক করে পরের বছর শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)নাটক রচনা।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনাঃ

কোথা বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস।
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কূনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাড়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।।
সুধারস অনাদরে বিষ বারি পান করে
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু বলে জাগো মাগো বিভু স্থানে এই মাগ
সুরসে প্রবৃত্ত হোক তব তনয় নিচয়।।

মধুসূদন দত্তের নাটক

প্রহসন–

একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০}

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)

পৌরাণিক নাটক –

শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০)

রূপক নাটক –

মায়াকানন (১৮৭৪)

বিষ না ধনুর্গুণ (অসম্পূর্ণ)

ঐতিহাসিক নাটক

– কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)

শর্মিষ্ঠা
(১৮৫৯)

১. মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক

২. মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

৩. ১৮৫৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।

৪. উৎসর্গ করেছিলেন রাজা প্রতাপ চন্দ্র ও ঈশ্বর চন্দ্র রায় বাহাদুরকে।

৫. এটিই পাশ্চাত্য শৈলীতে লেখা প্রথম নাটক।

পদ্মাবতী
(১৮৬০)

১.গ্রীক পুরাণের গল্প Apple of Discord অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক নাটক। (হেলেন ও প্যারিস – পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল এবং জুনো, প্যালাস ও ভেনাস – শচী, মুরজা ও রতি)

২. এই নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন।

৩. মূল চরিত্র – ইন্দ্রনীল, পদ্মাবতী ও রতি।

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)

১.বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে টডের Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে।

২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি ও প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ।

৩. মূল চরিত্র – ভীম সিংহ, জগত সিংহ ও কৃষ্ণকুমারী।

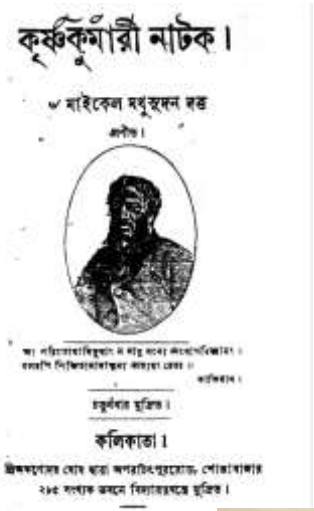

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) ও একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)

সমসাময়িক সমাজ সমস্যা অবলম্বনে রচিত দুটি প্রহসনের কোনটিই অভিনয় সাফল্য লাভ করেনি।

ধন্যবাদ